যুগান্তর

তারিখ 24 MAY 2008
পৃষ্ঠা ২

চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বহু স্কুল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ দশা চলছে। কোন ধরনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই প্রতি বছর গড়ে উঠছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব শর্ত প্রয়োজন তা পূরণ না করেই গড়ে ওঠা এসব স্কুল চলছে বছরের পর বছর। বাসাবাড়ি কিংবা জরাজীর্ণ ভবনে যাহারি নাম দিয়ে পরিচালিত এসব স্কুলে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক, নেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা। কবুতরের খুপড়ির মতো ঘরেও চলছে স্কুলের কার্যক্রম। গত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাঁচ জেলায় শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ৮০টি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদনের জন্য আবেদন আনিয়ে তার ভিত্তিতেই শিক্ষা কার্যক্রম

স্কুল : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

স্কুল : চট্টগ্রামে

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

চালিয়ে যাচ্ছে ২৩টি স্কুল। আবার কোন ধরনের আবেদন ছাড়াই অনুমোদনবিহীনভাবে চলছে আরও অন্তত ২৬টি স্কুল। কোন ধরনের অনুমোদন ছাড়া নগরীতে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু আছে ১৪টি। এর অধিকাংশই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলা মাধ্যম স্কুল নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও এ ধরনের অনেক স্কুল চলছে ভাড়া বাড়িতে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, আগে শর্ত পূরণ ছাড়া বিভিন্ন স্কুলের অনুমোদন দেয়া হলেও এখন দেয়া হচ্ছে না। যেসব স্কুল শর্ত পূরণ করেনি সেসব স্কুলকে শর্ত পূরণের জন্য চিঠি দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় এ ধরনের স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। চট্টগ্রাম বোর্ডের উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক আবুল হোসেন জানান, যেসব স্কুল অনুমোদনবিহীন চলছে এ ধরনের চিহ্নিত অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে দেড়শ' টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়ে ছাত্র ভর্তি না করানোর অঙ্গীকার করে দু'বছর আগে। আর যোগ্যতা ছাড়া যেসব স্কুল চলছে তাদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। যোগ্যতা অর্জন বা শর্ত পূরণ ছাড়াই এসব স্কুল চালু রাখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাও করুণ। নগরীতে ব্যাঙের ছাতার মতো শত শত কিন্ডার গার্টেন গজিয়ে উঠছে। এসব কিন্ডার গার্টেন কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার নামে যেমন বাণিজ্য করছে, তেমনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদানের নামেও চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে ডোনেশন বা অগ্রিমের নামে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।

সূত্র জানায়, মহানগরীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মূল শর্ত হিসেবে রয়েছে দশমিক ৫০ একর নিজস্ব জায়গা থাকতে হবে। গ্রামে হলে দশমিক ৭৫ একর। এছাড়া নিজস্ব ভবন, খেলার মাঠ, সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা, এমডিআর, ফিক্সড ডিপোজিট, প্রয়োজনীয় ছাত্র ও শিক্ষক থাকতে হবে। তাহলেই কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্কুল পাঠদান অনুমতি এবং একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কমিটির মতামতের ভিত্তিতে স্কুলের অনুমোদন দেয়। সূত্র জানায়, ৪০ লাখ মানুষের চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য। এ চাহিদাকে পুঁজি করে একশ্রেণীর অসৎ ব্যক্তি কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই স্কুল খুলে বসেছে। নগরীর সর্ববৃহৎ চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় নামসর্বস্ব একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই আবাসিক এলাকায় বাসাবাড়িতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা সব স্কুল সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম জেলায় পাঠদানের কোন অনুমতিই নেই এমন ১১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বছরের পর বছর চলছে। এর মধ্যে রয়েছে : হাটহাজারীতে আলমপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিরসরাইয়ে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, পাঁচলাইশে মোহাম্মদনগর মডেল স্কুল, চান্দগাঁওয়ে মেট্রোপলিটন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, চিটাগং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল, পাহাড়তলীতে বিশ্বব্যাংক অনারক্ষিত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটিয়ায় আজিমপুর ভূমিহর হাই স্কুল, অছিয়া মোতালেব রিজিয়া নাজরিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাউজানে লেদাংগারা পাবলিক স্কুল, রাঙ্গুনিয়ায় রাইজিং সান কেডি এন্ড হাইস্কুল। সূত্র জানায়, এসব স্কুলের পাঠদান অনুমতি যেমন নেই, তেমনি এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও নেই।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন তিন পার্বত্য জেলাসহ পাঁচ জেলায় বিগত জোট সরকারের আমলে প্রায় ৮০টি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদন লাভ করে। এর মধ্যে বেশকিছু স্কুল রয়েছে যেগুলো নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০২ সালে চট্টগ্রাম জেলায় যে ১৩টি স্কুল মাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদন লাভ করে এর মধ্যে বাকলিয়া থানাধীন মাস্টারপুল এলাকায় অবস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিম বাকলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় একটি। সূত্র জানায়, এই স্কুল নিজস্ব জায়গার শর্ত পূরণ না করেই গড়ে উঠেছে।